ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

অযোধ্যায় কেন জমি কিনলেন অমিতাভ?
পৃঃ ৫

অ্যালেনের রেকর্ড, ছক্কার বন্যা
পৃঃ ৬

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ ● বর্ষ ঃ ৩ সংখ্যা ঃ ০২১ ● কলকাতা ● ০৬ মাঘ, ১৪৩০ ● রবিবার ● ২১ জানুয়ারী, ২০২৪ পৃষ্ঠা - ৬ ৫ টাকা

মাধ্যমিকের সময় বদল নিয়ে

ধুয়ে দিলেন দীপ্সিতা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক, স্কুল জীবনের দুই বড় পরীক্ষারই সময় বদলে ফেলা হয়েছে। আগে যে মাধ্যমিক পরীক্ষা পৌনে ১২টায় শুরু হত, নতুন নিয়মে তা শুরু হবে সকাল ৯টা ৪৫ মিনিটে। অর্থাত, সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠেই পরীক্ষা কেন্দ্রের দিকে ছুটতে হবে পড়ুয়াদের। পরীক্ষার্থীরা সকাল বেলা পড়ার সময় পাবেন না বলেই মনে করছে শিক্ষানুরাগী ঐক্য মঞ্চ।যদিও মাধ্যমিক পরীক্ষার সময় এগিয়ে আনা নিয়ে মধ্য শিক্ষা পর্ষদেরও যুক্তি রয়েছে। পর্ষদের বক্তব্য, পড়ুয়াদের স্বার্থেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সাংবাদিক বৈঠক করে পর্ষদ সভাপতি রামানুজ গঙ্গোপাধ্যায় জানিয়েছেন, তাড়াতাড়ি পরীক্ষা মিটে গেলে পরীক্ষার্থীরা বাড়ি ফিরে পরের দিনের পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নিতে পারবে।এবার পরীক্ষার্থীদের অসুবিধার কথা এসএফআই ছাত্রনেত্রী দীপ্সিতা ধরের গলাতেও। সরকারি এই সিদ্ধান্তের তীব্র বিরোধিতা করে কড়া ভাষায় সমালোচনা করেছেন দীপ্সিতা।

বাম ছাত্র নেত্রী তীব্র আক্রমণাত্মক মেজাজ বললেন, 'যে পরিবারের ছেলেমেয়েরা এইসব সরকারি স্কুলে পড়ে না, তাদের পরিবারের লোকজন যখন নীতি-নির্ধারণ করেন, তখন তাঁরা এরকম কাজ করতে পারেন।' তাঁর যুক্তি,

এরপর ৩ পাতায়

জ্যোতিপ্রিয়র হয়ে কত টাকা লেনদেন করেছেন?'

বলেই ফেললেন, সত্যিটা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : রেশন দুর্নীতি মামলায় প্রথমে বালু আর তারপর তার সূত্র ধরে সদ্য গ্রেফতার হয়েছেন জ্যোতিপ্রিয় ঘনিষ্ঠ তৃণমূল নেতা শঙ্কর আঢ্য ওরফে 'ডাকু'। তৃণমূল নেতা তথা উত্তর ২৪ পরগনার বনগাঁ পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান শঙ্কর আঢ্যর ঠিকানা বর্তমানে ইডি হেফাজত।

এরই মধ্যে আদালতে ইডি জানায় হাসপাতালে থাকাকালীন চিঠির মাধ্যমেই নাকি মেয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করতেন জ্যোতিপ্রিয়। কেন্দ্রীয় সংস্থার দাবি, কিছুদিন আগে যেদিন আদালতের নির্দেশে হাসপাতালে জ্যোতিপ্রিয়ের কেবিন থেকে সিসিটিভি ফুটেজ তুলে নেওয়া হয়, তার পরই তার সঙ্গে মন্ত্রী কন্যা প্রিয়দর্শনী দেখা করতে যায়। তার কাছে থেকেই জ্যোতিপ্রিয়র লেখা এক চিঠি উদ্ধার হয়।আর এবার তদন্তকারীদের কড়া প্রশ্নের মুখে তিনি। জ্যোতিপ্রিয় হয়ে কত টাকা লেনদেন করেছেন?' ইডির এই প্রশ্নের মুখোমুখি হয়ে পাল্টা প্রশ্ন তুললেন শঙ্কর। ঠিক কী বললেন তিনি? রেশন দুর্নীতিতে জ্যোতিপ্রিয়র সাথে আর্থিক লেনদেনের প্রশ্ন তুলতেই ইডিকে পাল্টা প্রশ্ন করে ধৃত তৃণমূল নেতা বলেন, হেফাজতে থাকাকালীন জ্যোতিপ্রিয় কী ভাবে চিঠি লিখলেন, চিঠি লেখার জন্য প্রয়োজনীয় কাগজ-কলমই বা কোথা থেকে পেলেন মন্ত্রী, প্রশ্ন তুলেছেন। ইডি জেরায় ফের নিজেকে নির্দোষ বলেও দাবি করেছেন তিনি।

এদিন ইডি হেফাজতের মেয়াদ শেষে স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য নিয়ে যাওয়ার সময় সাংবাদিকদের প্রশ্নে মুখ খোলেন শঙ্কর। জ্যোতিপ্রিয়র সাথে আর্থিক লেনদেনের বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে শঙ্কর বলেন, "আমরা কিছুই জানি না। এক পয়সাও নিইনি। এটা অভিযোগ মাত্র। এর স্বপক্ষে কোনও প্রমাণ নেই।"

এরপর ৩ পাতায়

আমাদের গান গাইতে দেয় না:

প্রিন্সেপ ঘাটে উৎসব বন্ধ হওয়ায় ক্ষোভ শুভেন্দুর

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বঙ্গ সঙ্গীত মেলার পাল্টা এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল বিজেপি। শনিবার প্রিন্সেপ ঘাটে সেই 'বঙ্গ সঙ্গীত উতসব' হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু শেষ মুহূর্তে বিজেপির এই অনুষ্ঠান বন্ধ করে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে পুলিশের বিরুদ্ধে। জানা গেছে, এই অনুষ্ঠানের জন্য সেনার অনুমতি পেয়েছিল বিজেপি, কিন্তু কলকাতা পুলিশের আপত্তিতেই তা বাতিল হয়েছে। তারা এই অনুষ্ঠানের অনুমতি দেয়নি। বিজেপি নেতা জিতেন্দ্র তিওয়ারি গোটা বিষয়ের দায়িত্বে ছিলেন বলে জানা গেছে। সঙ্গীত মেলার বিরুদ্ধে স্বজনপোষণের অভিযোগ এনে পাল্টা এই অনুষ্ঠানের ভাবনা নিয়েছিল গেরুয়া শিবির। তা শেষ মুহূর্তে বাতিল হয়ে যাওয়ায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার এবং কলকাতা পুলিশকে তুলোধনা করলেন বিজেপি নেতা শুভেন্দু অধিকারী।

এই বিষয়ে সংবাদমাধ্যমের সামনে ক্ষোভ জাহির করে রাজ্যের বিরোধী দলনেতা বলেন, "মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একাই গান করবেন। অন্য কাউকে গান শুনতেও দেবেন না। আর উনি যে সমস্ত শিল্পীদের সঙ্গীতশিল্পী বলে বঙ্গভূষণ, বঙ্গবিভূষণ দেবেন, তারা ছাড়া অন্য কেউ সঙ্গীত শিল্পী নয়।"

এরপর ৩ পাতায়

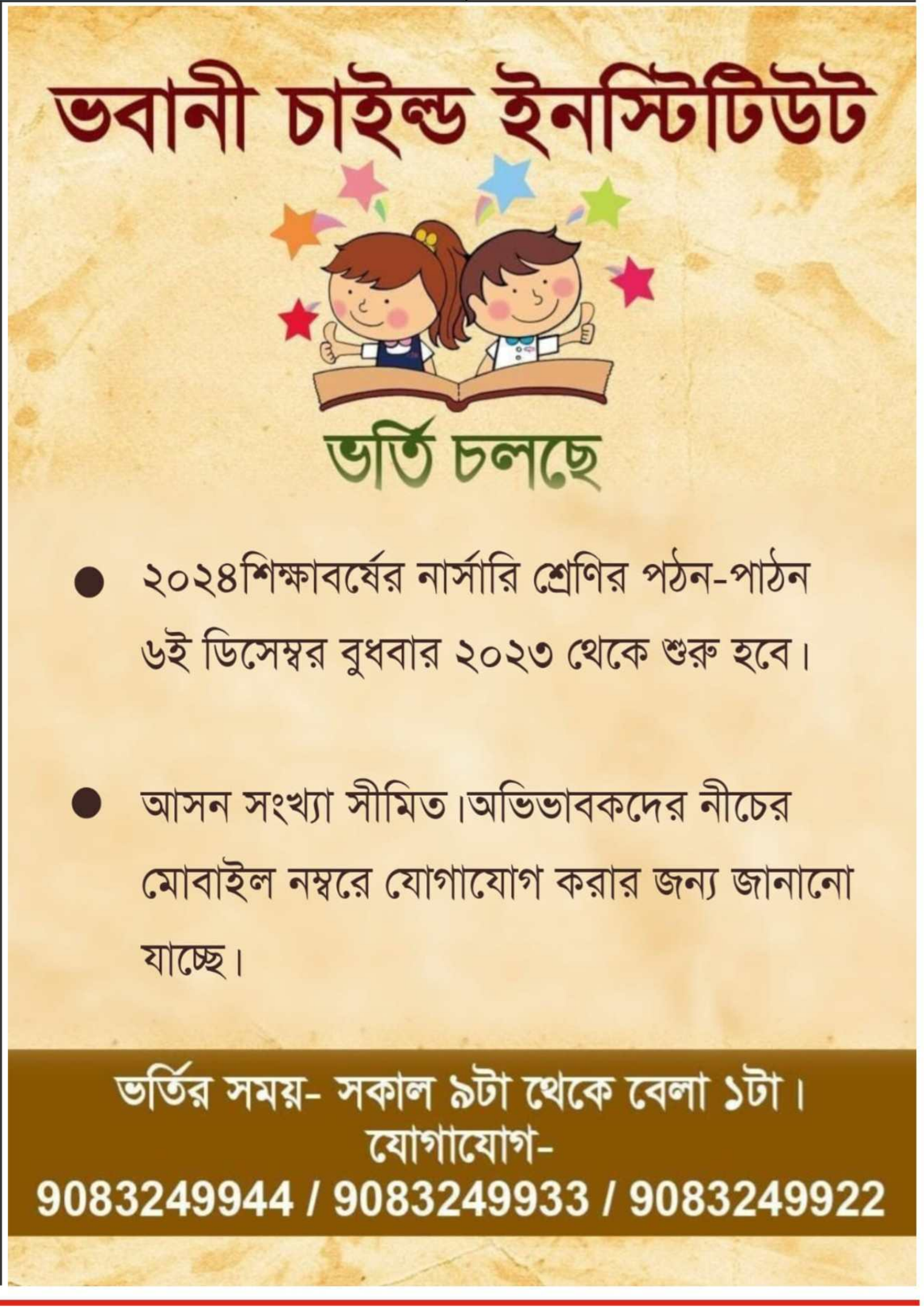

দেশ-বিদেশের ১৪৩টি গবেষণাপত্র প্রকাশ,

জমজমাট কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্মেলন

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : শহর কলকাতায় বিরাট আন্তর্জাতিক সম্মেলন। আয়োজক কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা বিভাগ। সম্মেলনের বিষয় ছিল 'স্থিতিশীল উন্নয়ন বৈশ্বিক বৈচির্ত্য, অন্তর্ভুক্তি ও সংস্কৃতি; আন্তঃবিভাগীয় দৃষ্টিকোণ।' সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য সান্তা দত্ত (দে), জাতীয় গ্রন্থাগারের পরিচালক অধ্যাপক অজয় প্রতাপ সিং, মার্কিন কনসাল জেনারেল মেলিন্ডা পাভেক, জেমস ম্যাকগিল বিশ্ববিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপিকা রত্ন ঘোষ এবং জাপানের হিরোশিমা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডেপুটি এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর এবং ইনস্টিটিউট ফর ডাইভারসিটি অ্যান্ড ইনক্লুশানের ডিরেক্টর অধ্যাপক নরিমুনে কোয়াই।

এই সম্মেলনে ভারতে অবস্থিত এশিয়ার বৃহত্তম অটিস্টিক শিশু/ব্যক্তিদের আবাসন 'ইন্ডিয়া অটিজম সেন্টার তাদের সেবামুলক কর্মকাণ্ড বিষয়ে ধারণা দেয়। আন্তর্জাতিক সম্মেলনে ১১টি দেশ এবং ভারতের ১৮টি রাজ্যের শিক্ষাবিদরা মোট ১৪৩টি গবেষণাপত্র উপস্থাপন করেন।ভারত সরকারের সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের অধিনে জাতীয় গ্রন্থাগারের সহযোগিতায় ভারতীয় সামাজিক বিজ্ঞান অনুসন্ধান পরিষদের আর্থিক সহায়তায় দুই দিনের আন্তর্জাতিক সম্মেলন ছিল।গোটা অনুষ্ঠানটির আহ্বায়ক পরিচালক ছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা বিভাগের অধ্যাপক ডঃ সন্তোষী হালদার। বিরাট সম্মেলনে অংশ নেন ভারতের ৫০টির বেশি বিশ্ববিদ্যালয় তথা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরা। ছিলেন বিশ্বের ১০টি দেশের প্রতিনিধিরাও। সব মিলিয়ে ৩০০-র বেশি গবেষক, শিক্ষাবিদরা অংশ নেন আন্তর্জাতিক সম্মেলনে।

বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

কাতলামারী সন্তোষপুর হাই মাদ্রাসায়

মালদা : আমিরুল ইসলাম : ২০ জানুয়ারি : নিউজ সারাদিন : খেলাধুলা শিক্ষার অঙ্গ, খেলাধুলা আমাদের শারীরিক বিকাশে সাহায্য করে। পড়াশুনার পাশাপাশি খেলাধুলা তথা ব্যায়াম ও শরীর চর্চা খুবই জরুরী। পড়া পড়া ও খেলা খেলা আমাদের শিশুদের মন্ত্র হওয়া উচিত বলে মনে করা হয়।শনিবার দিন মালদা জেলার চাঁচল এক নম্বর ব্লকের অন্তর্গত কাতলামারী সন্তোষপুর হাই মাদ্রাসার বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হলো।খেলার শুরুর প্রথমে পতাকা উত্তোলন ও ছাত্র-ছাত্রীদের খেলায় নিয়মবালির জন্য শপথ বাক্য পাঠ করানো হয়।খেলার ইভেন্ট ছিল ১০০ মিটার, দৌড়, হাড়িভাঙ্গা, এবং হাইজাম্প লংজাম্প ইত্যাদি সহ মোট ৪০ টি ইভেন্ট।এই খেলাকে ঘিরে ছাত্রছাত্রীরা আনন্দে মেতে ওঠে।এদিন স্কুলের সকল শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরা ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন। সারাদিন বেশ সারম্বরে এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।বিদ্যালয়ের সকল শিক্ষক শিক্ষিকার সহ এলাকার বিশিষ্টজনেরা এই খেলার সার্বিক সহযোগিতায় হাত বাড়িয়ে দেন।প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী সফলদের পুরস্কারের ব্যবস্থা ছিল। পাশাপাশি ছাত্র-ছাত্রীদের অভিভাবক সহ এলাকাবাসীর প্রতিযোগিতা দেখতে ভির উপচে পড়েছিল।এদিন খেলাতে উপস্থিত ছিলেন, মালদা জেলা পরিষদের সহ-সভাধিপতি এটিএম রফিকুল হোসেন, বিদ্যানন্দ পুর স্কুলের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক আফসার,পরিচালন কমিটির সম্পাদক মোহাম্মদ ওয়াহিদুজ্জামান, স্কুলের প্রধান মফিজ উদ্দিন সহ অন্যান্য শিক্ষক শিক্ষিকা ও বিশিষ্টজনের।

অযোধ্যায় রাম লালার অভিষেক দিবসে

আমেরিকার সংকট মোচন হনুমান মন্দিরে বিশেষ পূজা অনুষ্ঠিত হবে

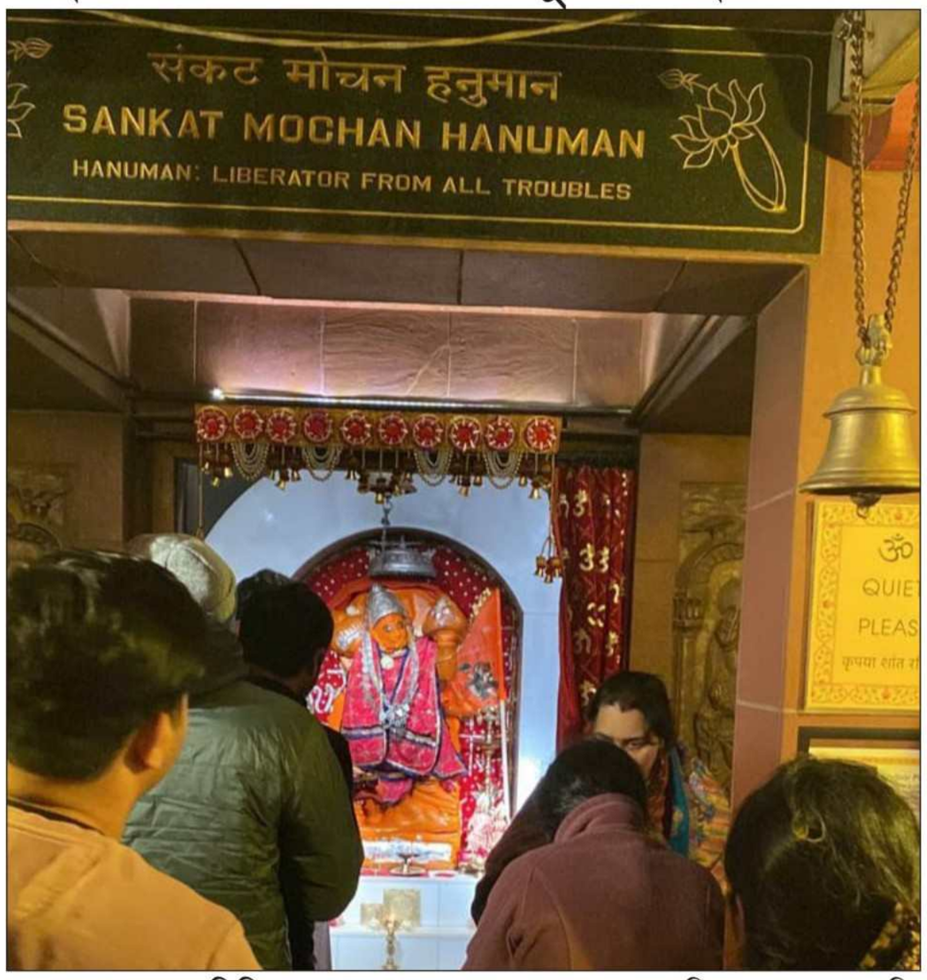

সুরেশ পারেক, সিনিয়র সাংবাদিক : ওয়াশিংটন, ২০ জানুয়ারী, ২০২৪ (এজেন্সি) : নিউজ সারাদিন : অযোধ্যায় রাম মন্দিরের অভিষেক অনুষ্ঠানটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়াতেও পালিত হচ্ছে। এখানকার হিন্দুরা বিভিন্ন স্থানে ও মন্দিরে বিশেষ পূজা এবং অন্যান্য অনেক অনুষ্ঠানের আয়োজন করছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়ার ওয়াটসনভিলের কাছে একটি মনোরম পাহাড়ে নির্মিত সংকটমোচাক হনুমান মন্দিরে ২৩ জানুয়ারি রামের একটি বিশেষ পূজারও আয়োজন করা হবে।

অযোধ্যায় রাম মন্দিরের পবিত্রতা উপলক্ষে আয়োজিত এই পূজায় বিপুল সংখ্যক হিন্দু ও অন্যান্য ধর্মের মানুষও অংশ নেবেন।ভারতের আলমোড়ার বাসিন্দা যোগী হরিদাসের পৃষ্ঠপোষকতায় নির্মিত এই মন্দিরটি। জাত যদুনলা পূজা, ধ্যান, যোগ এবং শিক্ষা। একটি অনন্য কেন্দ্র নির্মিত হয়েছে। ২০০৩ সালে এই স্থানে হনুমান মন্দির পবিত্র করা হয়েছিল। এর পরে, এখানে অনেক প্রকল্প খোলা হয়েছে।

বাবা হরিদাস ১৯৭৮ সালে এখানে এসেছিলেন, যেখানে একজন ইংরেজ শিষ্য তাকে জমি দান করেছিলেন।বাবা হরিদাস ২৯ বছর বয়সে বারো বছর নীরবতার ব্রত নিয়েছিলেন কিন্তু পরবর্তীতে তার অন্তরের শান্তির জন্য সারা জীবন এটি পালন করেছিলেন। লেখার মাধ্যমে তার মতামত প্রকাশ করতে।

এই মন্দিরে ধ্যান, যোগব্যায়াম ও উপাসনার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা রয়েছে এবং যোগীদের জন্য আবাসন ও খাবারের বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়েছে। এখানে পর্যটনের পাশাপাশি আধ্যাত্মিক যাত্রায় আগতদের জন্য যোগ, আয়ুর্বেদ এবং সম্প্রদায় জ্ঞানের জন্য প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। মনোরম উপত্যকা। এখানে যান। এখানে প্রাথমিক থেকে উচ্চ মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত একটি স্কুল খোলা হয়েছে। এখানে প্রচুর সংখ্যক ছাত্রছাত্রী আসে। বাবা হরিদাসের পরে, তাঁর ইংরেজ শিষ্য গোবর্ধন জেডি ব্যবস্থাগুলি সামলাচ্ছেন। আজকাল তিনি সফরে রয়েছেন। ভারত। হরিদ্বারেও অনাথ শিশুদের জন্য একটি আশ্রম রয়েছে, যেটি একই সংস্থা দ্বারা পরিচালিত হয়।

আমেরিকার সর্বত্র হিন্দু পরিবার রাম মন্দিরের প্রাণপ্রতিষ্ঠা অনুষ্ঠানকে উৎসব হিসেবে পালনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে।বিভিন্ন স্থানে গাড়ি শোভাযাত্রার আয়োজন করা হচ্ছে এবং প্রাণপ্রতিষ্ঠা উপলক্ষে প্রতিটি হিন্দু পরিবার তাদের বাড়িতে পাঁচটি প্রদীপ জ্বালাবে। ইসকন মন্দিরও প্রাণপ্রতিষ্ঠা উৎসবে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করছে। মন্দির অযোধ্যায় প্রতিদিন ১০,০০০ মানুষকে খাবার দিচ্ছে। প্রাণ প্রতিষ্টা অনুষ্ঠানটি সরাসরি সম্প্রচার করা হবে।হিন্দু নেতা তেজল শাহ বলেন, পুরো আমেরিকায় উৎসবমুখর পরিবেশ বিরাজ করছে। মানুষ পবিত্র হওয়ার দিনটির জন্য অপেক্ষা করছে। L.S.

দয়া করে কেউ কলকাতায় আসবেন না',

কেনো এ কথা বললেন নওশাদ

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ভিক্টোরিয়া হাউজের সামনে আইএসএফের সভার অনুমতি দেয়নি আদালত। আদালতের নির্দেশকে সম্মান জানিয়েই নওশাদ সিদ্দিকীর হুঁশিয়ারি, ভিক্টোরিয়া হাউজের সামনে আগামিদিন সভা হবেই। একইসঙ্গে তিনি বলেন, তৃণমূল যত এরকম করবে, ততই আইএসএফের ব্যাপ্তি বাড়বে। নওশাদের কথায়, 'আমাদের সভা বাতিল করতে এজি দাঁড়িয়েছেন, এটাই তো আমাদের জয়।ভাঙড়ের আইএসএফ বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকীর দাবি, সভায় আগত কর্মীদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করবে পুলিশ। নওশাদের কথায়, "আমাদের কাছে খবর আছে। যাতে আদালতে আমাদের বিরুদ্ধে কোর্টের নির্দেশ লঙ্ঘন করার অভিযোগ করতে পারে। সেটা ওরা করবেই। দয়া করে কেউ কলকাতায় আসবেন না। যাঁরা বাস, গাড়ি ভাড়া করেছেন, বাতিল করুন। ট্রেনের টিকিট বাতিল করুন। আমাদের রাগ হচেছ, আপনাদের রাগ হচ্ছে। সেই রাগকে ব্যালট বাক্সে নিয়ে যান। তৃণমূলের বিরুদ্ধে এই ক্ষোভকে কাজে লাগিয়ে দশটা করে ভোট নিয়ে আসুন। "আদালতের নির্দেশ আমরা মানবই। আইনের প্রতি আমাদের ভরসা আছে।" ২১

এরপর ৩ পাতায়

রামমন্দির উদ্বোধন উপলক্ষে

অর্ধদিবস ছুটি ঘোষণা বিশ্বভারতীর

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : অযোধ্যার রামমন্দির উদ্বোধন আগামী ২২ জানুয়ারি। ওইদিন অর্ধদিবস ছুটি ঘোষণা করল বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। শুক্রবার এই মর্মে বিবৃতিও জারি করা হয়েছে। তাতে লেখা রয়েছে, আগামী ২২ জানুয়ারি অযোধ্যায় রামলালার প্রাণপ্রতিষ্ঠার দিন দুপুর আড়াইটে পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ভবন, বিভাগ, অফিস থেকে ক্লাস সব কিছুই বন্ধ থাকবে।ওই বিজেপিশাসিত রাজ্যগুলির মতো বাংলাতেও মন্দির উদ্বোধনের দিন ছুটি চাইছে বিজেপি।অর্ধদিবস নয়, রাজ্যে আগামী ২২ জানুয়ারি পূর্ণদিবস ছুটি ঘোষণার দাবি জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে চিঠি লিখেছেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। এখনও এ বিষয়ে অবশ্য কোনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়নি। তারই মাঝে কেন্দ্রের নির্দেশিকা মেনে শুক্রবার বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষও অর্ধদিবস ছুটি ঘোষণা করল।রামলালার প্রাণপ্রতিষ্ঠার মতো পবিত্র মুহূর্তের সাক্ষী হতে কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মীদের অনুরোধ ছিল, অর্ধদিবস ছুটি দেওয়া হোক অফিসগুলিতে। তাঁদের অনুরোধে সাড়া দিয়ে ২২ জানুয়ারি অর্ধদিবস ছুটি ঘোষণা করে কেন্দ্র। গত বৃহস্পতিবার দুপুরে কেন্দ্রের তরফে বিজ্ঞপ্তি জারি করে ছুটি ঘোষণা করা হয়। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, সমস্ত কেন্দ্রীয় সরকারি অফিস, সুপ্রিম কোর্ট, বিভিন্ন হাই কোর্ট, বিভিন্ন মন্ত্রকে অর্ধদিবস ছুটি। এর আগে উত্তরপ্রদেশ ওই দিন পূর্ণদিবস ছুটি ঘোষণা করেছিল। পাশাপাশি রাজস্থান, অসম, ছত্তিশগড়, উত্তরাখণ্ডের মতো বিজেপিশাসিত রাজ্যও একই পথে হেঁটে ছুটি দিয়েছিল।

তৃণমূলের সঙ্গে জোট প্রশ্নে 'শ্রদ্ধা'র কথা বেণুগোপালের,

অধীর বললেন, 'পরোয়া করি না'

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বঙ্গে কংগ্রেসের সঙ্গে তৃণমূলের জোট জটিলতা বাড়ল আরও। এনিয়ে কংগ্রেস হাইকমান্ড ও প্রদেশ নেতৃত্বের ভিন্ন সুর। একই জায়গায় বসে সাংবাদিক বৈঠকে দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক কে সি বেণুগোপাল ও প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীররঞ্জন চৌধুরী তৃণমূলের সঙ্গে জোট নিয়ে বললেন আলাদা কথা। এদিকে ওই একই অনুষ্ঠানে অধীর চৌধুরীকে এবিষয়ে প্রশ্ন করা হলে, তাঁর সাফ জবাব, 'পরোয়া করি না।' শুক্রবার মুর্শিদাবাদ জেলা সংগঠনের সঙ্গে বৈঠকে নাম না করে অধীর চৌধুরীকে 'কোনও ফ্যাক্টর নয়' নয় বলে

এরপর ৩ পাতায়

১-ম পাতার পর

জ্যোতিপ্রিয়র হয়ে কত টাকা লেনদেন করেছেন?' বলেই ফেললেন, সত্যিটা

তিনি আরও বলেন, "এর সাথে আমার কোনও যোগ নেই, আমি ডিসট্রিবিউটরও নই। খাদ্য দুর্নীতির সঙ্গে আমার কোনও সম্পর্ক নেই।" পাশাপাশি প্রশ্ন তুলে তিনি বলেন, "হেফাজতে থাকাকালীন উনি (জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক) কী ভাবে কাগজ-কলম পেলেন সেটা খতিয়ে দেখা হলেই সত্যিটা বোঝা যাবে।"

প্রসঙ্গত, গত ৫ জানুয়ারি টানা ১৭ ঘণ্টা তল্লাশির পর মাঝ রাতে গ্রেফতার করা হয় শঙ্কর আঢ্যকে। সেই সময় থেকেই তার স্ত্রী দাবি করতে থাকেন, মধ্যরাতে তাদের নাকি একটি কাগজ দেখানো হয়েছে। সেই কাগজ দেখিয়ে বলা হয়, জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক তার নাম বলেছেন। এরপর থেকেই প্রশ্ন উঠতে থাকে যে কি এমন ছিল সেই কাগজে!

এরই মধ্যে আদালতে ইডি জানায় হাসপাতালে থাকাকালীন চিঠির মাধ্যমেই নাকি মেয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করতেন জ্যোতিপ্রিয়। কেন্দ্রীয় সংস্থার দাবি, কিছুদিন আগে যেদিন আদালতের নির্দেশে হাসপাতালে জ্যোতিপ্রিয়ের কেবিন থেকে সিসিটিভি ফুটেজ তুলে নেওয়া হয়, তার পরই তার সঙ্গে মন্ত্রী কন্যা প্রিয়দর্শনী দেখা করতে যায়। তার কাছে থেকেই জ্যোতিপ্রিয়র লেখা এক চিঠি উদ্ধার হয়।

ইডি তরফে সেই চিঠি তুলে দাবি করা হয় চিঠিতে কার কাছে পাওনা কত, কাকে কত টাকা দিতে হবে, সেই সব কিছুর উল্লেখ ছিল। সেই চিঠি থেকেই শঙ্করের নাম সামনে যে বলে আদালতে জানায় ইডি। তদন্তকারীরা আরও জানান ইতিমধ্যেই ইডির জেরায় চিঠি লেখার কথা স্বীকার করে নিয়েছেন ধৃত মন্ত্রী। যদিও প্রথম থেকেই এসবের সাথে জড়িত নয় বলে দাবি করে এসেছেন শঙ্কর আঢ্য। ইডি হেফাজতের মেয়াদ শেষে আজ ধৃত শঙ্করকে আদালতে পেশ করা হবে।

১-ম পাতার পর

আমাদের গান গাইতে দেয় না: প্রিন্সেপ ঘাটে উৎসব বন্ধ হওয়ায় ক্ষোভ শুভেন্দুর

বিজেপি নেতার দাবি, এক মাস আগে থেকেই ঠিক করা হয়েছিল এই অনুষ্ঠান। তা গায়ের জোরে শেষ মুহূর্তে এসে বাতিল করা হল। শুভেন্দুর কথায়, পুলিশকে ক্যাডারে পরিণত করেছে এই অত্যাচারী সরকার। এই তৃণমূল কংগ্রেস সরকার হিন্দু বিরোধী বলেও খোঁচা দেন তিনি। এছাড়া শুভেন্দু বলেন, অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তাদের সঙ্গে তাঁর কথা হয়েছে। সরস্বতী পুজোর পরে একটি ইন্ডোর প্রোগ্রাম করে যে শিল্পীদের সংবর্ধনা দেওয়ার কথা ছিল তাদের সংবর্ধনা দেওয়া হবে। কেন্দ্রীয় সরকারের কোনও হল বুকিং করে এই অনুষ্ঠান করা হবে, জানান বিজেপি নেতা।

১-ম পাতার পর

মাধ্যমিকের সময় বদল নিয়ে ধুয়ে দিলেন দীপ্সিতা

মাধ্যমিকের সিট তো পাশের গ্রামে পড়ে না। স্কুল থেকে একটু দূরেই পড়ে। কাউকে যদি সকাল ৯টায় কোনও পরীক্ষাকেন্দ্রে পৌঁছতে হয়, সকাল ৭টায় তাঁকে বাড়ি থেকে বেরতে হবে। সেক্ষেত্রে এই সময় এগিয়ে আনার ফলে অনেকেই সমস্যায় পড়বে বলে মনে করছেন দীপ্সিতা। এসএফআই নেত্রীর বক্তব্য, যেহেতু স্কুল জীবনের প্রথম বড় পরীক্ষা মাধ্যমিক, তাই প্রত্যেকের চেষ্টা করা উচিত, কীভাবে পরীক্ষার্থীদের আরও কমফর্টেবল করা যায়। কিন্তু তার পরিবর্তে 'কোনও কারণ ছাড়াই' মাধ্যমিকের সময় এগিয়ে আনা হল বলে মনে করছেন দীপ্সিতা। বললেন, 'এ রাজ্যের সরকার ছাত্র বিরোধী, পড়ুয়াদের কথা ভাবে না। গরিব ছাত্রদের কথা ভাবে না। এটা আবারও প্রমাণ হল।'

অমৃতা বিদ্যালয়ম স্কুলে রোবোটিক কর্মশালার আয়োজন

সুবীর সেন, সিনিয়র সাংবাদিক : নয়াদিল্লি, জানুয়ারী ২০, ২০২৪ (এজেন্সি) : নিউজ সারাদিন : রাজধানী দিল্লির পুষ্প বিহার সেক্টর ৭, অমৃতা বিদ্যালয়ম স্কুলে একটি নতুন দিকনির্দেশ নির্ধারণ অফলাইন কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছিল, যেখানে রোবোটিক্স এবং ড্রোনের বিশ্বকে শিক্ষার কেন্দ্রে আনা হয়েছিল। ভারত জিনিয়াস সার্চ প্রা. লিমিটেড আয়োজিত এই কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীদের উদ্দেশে বক্তব্য রাখেন বিদ্যালয়ের প্রধান চিন্ময়মৃত চৈতন্য।

কর্মশালার আয়োজনে আনন্দ প্রকাশ করে শ্রী চৈতন্য বিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করার আশ্বাস দেন। এই কর্মশালা আয়োজনের জন্য কোম্পানির প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে তিনি কোম্পানির কর্মচারীদের প্রশংসা করেন।

এই উপলক্ষে ভারত জিনিয়াস সার্চ প্রাইভেট লিমিটেড। কিশোর কুমার পান্ডা, পরিচালক, শিক্ষার্থীদের সাথে তার দক্ষতা এবং পড়াশোনা ভাগ করে নেন।

রোবোটিক্সের প্রথম অধিবেশনটি পরিচালনা করেছিলেন আমান আহমেদ, যা একটি উত্তেজনাপূর্ণ অনুসন্ধানের দিকে পরিচালিত করেছিল। রজনীশ লাইন ফলোয়ার রোবটের কর্মশালা পরিচালনা করেন।

মিনি ড্রোনের কর্মশালা পরিচালনা করেন অরুণাভ ভট্টাচার্য। শিক্ষার্থীদের ড্রোন প্রযুক্তির মৌলিক উপাদান সম্পর্কে তথ্য দেন। শিক্ষার্থীরা উদ্দীপনা রোবট তৈরি ও কাজ সম্পর্কে তথ্য পান।

পাঁচ বার তলবেও হাজিরা দেননি, শনি সকালে হেমন্ত সোরেনের বাসভবনে ইডি

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : পাঁচ বার তলবেও তিনি সশরীরে হাজির দেননি এনফোর্সমেন্ট ডায়রেক্টরেট (ইডি)-এর দফতরে। এ বার ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী তথা ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চার নেতা হেমন্ত সোরেনের বাসভবনে হাজির হলেন ইডির আধিকারিকরা। শনিবার সকালে দিল্লি থেকে রাঁচীর কাঁকের রোডে সোরেনের সরকারি বাসভবনে এসে পৌঁছন ইডির তিন আধিকারিক।আর্থিক তছরুপ বিরোধী আইন (পিএমএলএ)-এর আওতাধীন মামলায় সোরেনের বয়ান রেকর্ড করানোর জন্য তলব করা হয়েছিল সেই সময়। কিন্তু ইডির সেই তলবকে 'বেআইনি' বলে দাবি করেছিলেন তিনি। ইডি তখন নোটিস পাঠিয়ে জানিয়েছিল, বয়ান রেকর্ডের জন্য শেষ বারের মতো হাজিরা দেওয়ার সুযোগ দেওয়া হচ্ছে। নোটিস পাওয়ার সাত দিনের মধ্যে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে দফতরে হাজিরা দিতে হবে। কিন্তু তাতেও সাড়া না দেওয়ার অভিযোগ ওঠে সোরেনের বিরুদ্ধে। বার বার তলবেও যখন হাজিরা এড়িয়েছেন সোরেন, তাই এ বার জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তাঁর বাসভবনেই পৌঁছে গেল ইডি। এই মামলায় ইতিমধ্যেই ১৪ জনকে গ্রেফতার করেছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। ধৃতদের মধ্যে রয়েছেন আইএএস ছবি রঞ্জন। তিনি রাজ্যের সমাজকল্যাণ দফতরের অধিকর্তা এবং রাঁচীর ডেপুটি কমিশনার ছিলেন।ইডি আধিকারিকরা সোরেনের বাসভবনে ঢুকতেই তাঁর দলের সমর্থকরা সেখানে হাজির হয়ে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। পরিস্থিতি যাতে নিয়ন্ত্রণের বাইরে না যায়, তাই নিরাপত্তাও বাড়ানো হয়েছে। ইডি সূত্রে খবর, ১৩ জানুয়ারি সোরেনকে চিঠি পাঠিয়ে জানানো হয় ১৬-২০ জানুয়ারি তিনি যেন সময় দেন। তাঁর রেকর্ড বয়ান করা হবে। ইডির চিঠির জবাবে সোরেন জানান, ২০ জানুয়ারি বাসভবনে থাকবেন তিনি। সেই জবাব পাওয়ার পরই শনিবার সোরেনের বাসভবনে হাজির হন ইডি আধিকারিকরা।

ইডি সূত্রে খবর, রাঁচীতে জমি ক্রয়বিক্রয়ে যে আর্থিক তছরুপ হয়েছিল, সেই মামলায় সোরেনকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। গত বছরের ডিসেম্বর এই মামলায় সোরেনকে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আঞ্চলিক দফতরে ডেকে পাঠানো হয়েছিল। সেটি ছিল পঞ্চম তলব। কিন্তু সেই তলবেও হাজিরা দেননি ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী।

২ পাতার পর

দয়া করে কেউ কলকাতায় আসবেন না', কেনো এ কথা বললেন নওশাদ

জানুয়ারি নওশাদের দল ইন্ডিয়ান সেকুলার ফ্রন্ট বা আইএসএফের প্রতিষ্ঠা দিবস। এদিন তাঁরা ভিক্টোরিয়া হাউজের সামনে সভা করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু পুলিশ তাতে অনুমতি দেয়নি। এ নিয়ে আদালতে মামলা হয়।

কলকাতা হাইকোর্টের সিঙ্গল বেঞ্চ শর্তসাপেক্ষে ধর্মতলায় ভিক্টোরিয়া হাউজের সামনে সভা করার অনুমতি দিলে রাজ্য সেই রায় চ্যালেঞ্জ করে ডিভিশন বেঞ্চে যায়। প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চে মামলার শুনানি হয়। আদালত জানায়, এখানে এদিন সভা করা যাবে না। তবে কোনও ইন্ডোর স্টেডিয়ামে চাইলে করতে পারে বলে আদালত পরামর্শও দেয়। এরপরই নওশাদ জানান, "আগামিকাল রবিবার বাছাই করা এক হাজার জনকে নিয়ে নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে দুপুর আড়াইটে থেকে বিকাল সাড়ে ৪টা পর্যন্ত সভা হবে।" ১ হাজার জনকে নিয়ে সভার নির্দেশ হাইকোর্টের সিঙ্গল বেঞ্চই দিয়েছিল। যা ডিভিশন বেঞ্চ বহাল রাখে। নওশাদ বলেন, "ভিক্টোরিয়া হাউজ এলাকা কারও পৈতৃক সম্পত্তি না। এই দম্ভ আমরা ভাঙবই। রবিবার আমাদের সভাকে বুথে বুথে দেখানোর জন্য টিভি, মনিটর, প্রজেক্টরের ব্যবস্থা হবে। বুথে বুথে পতাকা উত্তোলন করা হবে।" তবে রবিবারের সভা নিয়ে মারাত্মক অভিযোগ করেন নওশাদ।

২ পাতার পর

তৃণমূলের সঙ্গে জোট প্রশ্নে 'শ্রদ্ধা'র কথা বেণুগোপালের, অধীর বললেন, 'পরোয়া করি না'

সাফ বলেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এও বলেন, ইন্ডিয়া জোটে যথাযথ গুরুত্ব না পেলে বাংলায় ৪২টি আসনে তৃণমূল একাই লড়বে। তা নিয়েই অধীর চৌধুরী বলেন, 'আমি লড়াই জিতেছি। কাউকে পরোয়া করি না। কংগ্রেস একা লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত। কিন্তু সবটাই দিল্লিতে ঠিক হবে।' তবে সূত্রের খবর, জোটসঙ্গী হিসেবে বামেদের হাত ধরতেই বেশি আগ্রহী কংগ্রেসের একটা বড় অংশ। লোকসভা নির্বাচনের আগে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দলের সঙ্গে হাত মেলানোর প্রশ্নে সর্বভারতীয় সম্পাদক যেখানে বারবার পারস্পরিক শ্রদ্ধা বজায়ের কথা বলছেন, সেখানে অধীরের স্পষ্ট কথা, 'পরোয়া করি না।' আর তাঁর এই আচরণে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ.

নির্বাচনী জোট নিয়ে কংগ্রেসের প্রদেশ নেতৃত্ব ও হাইকমান্ডের মতানৈক্য নতুন নয়। সাম্প্রতিক কালে এনিয়ে উভয়ের দ্বন্দ্ব থাকলেও শেষপর্যন্ত সোনিয়া গান্ধী, রাহুল গান্ধীদের নির্দেশই মেনে নিয়েছেন অধীররা। এবারও দিল্লির নেতৃত্বের সঙ্গে বিধানভবনের সেই মতবিরোধ এবং তা প্রকাশ্যে চলে এল।শনিবার শিলিগুড়িতে সাংগঠনিক বৈঠক করেন কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক কে সি বেণুগোপাল। বৈঠকের পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে জোট প্রশ্নে তাঁর বক্তব্য, 'দেশের প্রত্যেকে এখন পরিবর্তন চাইছে। আমাদের লক্ষ্য যত বেশি সম্ভব বিজেপির আসন কমানো। বাংলাতেও আমাদের একই লক্ষ্য রয়েছে। যেহেতু আমাদের লক্ষ্য এক তাই প্রত্যেক দল প্রত্যেককে মর্যাদা দিলে তবেই মোদিকে হারানো সম্ভব। যখন প্রত্যেকের লক্ষ্য এক তখন অনেক সময় কাউকে উপর নিচে আসতে হবে, আপোস করতে হবে।' অর্থাত তৃণমূলের সঙ্গে জোটের রাস্তা এখনও খোলা রাখতেই আগ্রহী শীর্ষ নেতৃত্ব।

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার
নিউজ সারাদিন
বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে
৩ বর্ষ ০২১ সংখ্যা ২১ জানুয়ারী, ২০২৪ রবিবার ০৬ মাঘ, ১৪৩০

সম্পাদকীয়

লোকসভা-বিধানসভা ভোট একসঙ্গে করাতে কত খরচ, জানাল কমিশন

এক দেশ এক ভোট' নিয়ে প্রশাসনিক মহলে চর্চা শুরু হয়েছে। এরইমধ্যে নির্বাচন কমিশন আদালতকে জানিয়েছে, লোকসভা ও বিধানসভা ভোট যদি একসঙ্গে করাতে হয়, তাহলে নতুন ইভিএম কিনতে প্রতি ১৫ বছরে দিতে হবে দশ হাজার কোটি টাকা।এদিন আদালতে নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে, একটি ইভিএম ১৫ বছর পর্যন্ত চলতে পারে।কমিশনের তরফে জানানো হয়েছে, যদি লোকসভা ও বিধানসভা ভোট একসঙ্গে হয় তাহলে ৪৬ লক্ষ ৭৫ হাজার ১০০টি ব্যালট ইউনিট, ৩৩ লক্ষ ৩৩ হাজার ৩০০টি কন্ট্রোল ইউনিট ও ৩৬ লক্ষ ৬২ হাজার ৬০০টি ভিভিপ্যাট মেশিল প্রয়োজন হবে। এই ব্যালট ইউনিট, কন্ট্রোল ইউনিট ও ভিভিপ্যাট কিনতে কত টাকা খরচ পড়তে পারে, তারও একটি আভাস দেয় কমিশন। সেখানে বলা হয়েছে, প্রতিটি ব্যালট ইউনিট কিনতে খরচ পড়বে ৭৯০০ টাকা। প্রতিটি কন্ট্রোল ইউনিট কিনতে খরচ পড়বে ৯৮০০ টাকা ও প্রতিটি ভিভিপ্যাট কিনতে খরচ পড়বে ১৬ হাজার টাকা। কেন্দ্রীয় আইন মন্ত্রকের তরফ থেকে একটি প্রশ্নমালা পাঠানো হয় নির্বাচন কমিশনকে। তার ভিত্তিতেই কমিশন এই কথা জানিয়েছে। কমিশনের তরফে ইতিমধ্যেই স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে, পরিকাঠামো তৈরি করে যদি লোকসভা ও বিধানসভা ভোট একসঙ্গে করাতে হয়, তাহলে ২০২৯ সালে সেই ভোট করানো সম্ভব হবে। লোকসভা ও বিধানসভা ভোট একসঙ্গে করাতে হলে সংবিধানও সংশোধন করাতে হবে। উল্লেখ্য, প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দের নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। সেই কমিটি খতিয়ে দেখছে লোকসভা ও বিধানসভা ভোট একসঙ্গে করানো যায় কিনা।এক সেট ইভিএমকে দিয়ে তিনটি নির্বাচনী প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা যেতে পারে। একইসঙ্গে কমিশনের তরফে জানানো হয়েছে, চলতি বছর সারা দেশ জুড়ে লোকসভা নির্বাচন করতে ১১ লাখ ৮০ হাজার পোলিং স্টেশন লাগবে। লোকসভা নির্বাচন করাতে যদি একটি ইভিএম লাগে, তাহলে লোকসভা ও বিধানসভা নির্বাচন একসঙ্গে করাতে দুই সেট করে ইভিএম লাগবে। এক সেট ইভিএম মেশিনে একটি করে ব্যালট ইউনিট, একটি করে কন্ট্রোল ইউনিট ও একটি করে ভিভিপ্যাট মেশিন লাগবে।

বাংলার জন্য ধান কেনার ৭৬০০ কোটি টাকা আটকে দিল কেন্দ্র

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : নির্মম, নিষ্ঠুর, চূড়ান্ত অমানবিক। আর কীই বা বলা যায় এই পদক্ষেপকে। যত রকম ভাবে সম্ভব বাংলার মানুষকে ভাতে মারতে উঠে পড়ে লেগেছে নরেন্দ্র মোদির সরকার আর তাঁর দল বিজেপি। ভাবছে দিনের পর দিন এভাবে বাংলার মানুষের পেটে লাথি মেরে গেলে ২৪'র ভোটে পকেটে চলে আসবে ৩৫টা লোকসভা কেন্দ্র। All India Fair Price Shop Dealers Federation'i সাধারণ সম্পাদক বিশ্বম্ভর বসু জানিয়েছেন, 'প্রধানমন্ত্রীর ছবি লাগাতে রাজি না হওয়ার জন্য রাজ্যকে শাস্তি দিতেই কেন্দ্র এই টাকা আটকে রেখেছে। এটা বিভিন্ন সূত্র থেকে আমরা জানতে পেরেছি। তবে ভোটের আগে কেন্দ্রীয় সরকারের হয়ে রাজনৈতিক প্রচারে অংশ নিতে আমরা কোনও অবস্থাতেই রাজি নই।' জানা গিয়েছে, কেন্দ্র নির্দেশ দিয়েছে, রেশন দোকান-অবিরাম প্রচার চালিয়ে যেতে হবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর। আর সেটা না করলে, টাকা মিলবে না। তা যদি প্রাপ্য হয়, তাহলেও না। এই কারণেই এখন নতুন করে বঞ্চনার শিকার হতে হয়েছে বাংলাকে। কেন্দ্রের ফরমান অনুযায়ী রেশন দোকানে প্রধানমন্ত্রীর ছবি রাখা বাধ্যতামূলক। সেইসঙ্গে প্রচারমূলক আরও কিছু নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে রাজ্যগুলির জন্য। সেই নির্দেশিকা কার্যকর করা থেকে বেঁকে বসার জন্যই ধান কেনা খাতে বাংলার প্রাপ্য ৭ হাজার ৬০০ কোটি টাকা আটকে দিয়েছে কেন্দ্র।আসলে মূর্খরা কোনওদিন এটা জানে না বোঝে না, তাঁর মূর্খের স্বর্গেই বাস করে। তাই একের পর এক মূর্খামিই করে চলে। বাংলার মানুষ কোনও গণরোষে ফুঁসছে সেটা তাঁরা আন্দাজও তাই করতে পারছেন না। যেদিন ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে যাবেন সেদিন দিল্লির শাসকেরা জানতেও পারবেন না কেন তাঁরা সাফ হয়ে গেলেন। তাঁরা হয়তো তখনও ক্ষমতার নেশায় বুঁদ হয়ে থাকবেন। আর সেই ক্ষমতার নেশায় বুঁদ হয়ে থাকার মধ্যেই তাঁরা আটকে দিলেন বাংলার প্রাপ্য ৭৬০০ কোটি টাকা। কার্যত বঞ্চনার নয়া রেকর্ড গড়লেন তাঁরা। এই টাকা দিয়ে বাংলার সরকার কৃষকদের কাছ থেকে সরাসরি ধান কিনতো।২০১১ সালে পরিবর্তনের পরে পরেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলার কৃষকদের কাছ থেকে সরাসরি ধান কেনার প্রক্রিয়া শুরু করেন। সেই প্রকল্প আজও চলেছে সমান গতিতে। সেই ধান কেনার সুবাদে ২০২২-২৩ আর্থিক বছরের জন্য কেন্দ্রের কাছে বাংলার বকেয়া আছে প্রায় ৩ হাজার ৩০০ কোটি টাকা। আর চলতি ২০২৩-২৪ আর্থিক বছরের প্রাপ্য প্রায় ৪ হাজার ৩০০ কোটি। সব মিলিয়ে ৭৬০০ কোটি টাকা। জাতীয় খাদ্য সুরক্ষা প্রকল্পের আওতায় থাকা রাজ্যের ৬ কোটি রেশন গ্রাহকের জন্য ও ২টি কেন্দ্রীয় প্রকল্প চালাতে 'সেন্ট্রাল পুল' থেকে চাল সরবরাহ করা হয়। রাজ্য সরকার চাষিদের থেকে ধান কিনে চাল উতপাদন করে এবং সেন্ট্রাল পুলে সরবরাহ করে। সেখানে চাল সরবরাহের পর উতপাদনের জন্য নির্ধারিত হারে খরচ রাজ্য সরকারকে মিটিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু ওই টাকার একটা বড় অংশ আটকে দিয়েছে মোদি সরকার। কিন্তু শুধু কী বাংলার মানুষকে ভাতে মারার লক্ষ্য নিয়েই এই টাকা আটকে দেওয়া হয়েছে? সম্ভবত না। মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।

পৃথিবীর সৃষ্টির মূলে দেবাদিদেব মহাদেব

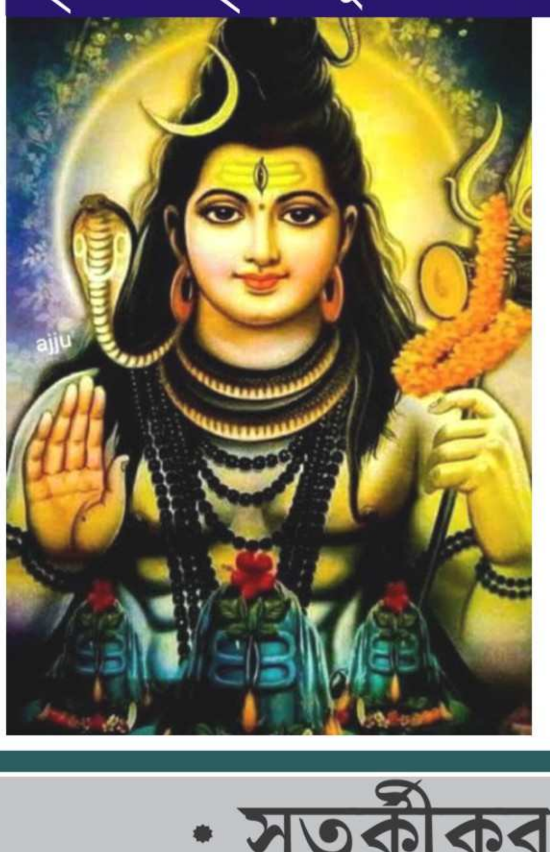

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

তাই আমাদের জন্মের কয়েক হাজার বছর আগেকার ইতিহাস ও আমরা আজও জানতে পারি। সেই কারণে আর সেই তথ্য খুঁজতে গিয়েই বহু বৈজ্ঞানিক তথ্য বেরিয়ে আসে যা আজও হিন্দু সনাতনী ধর্মের সঙ্গে অনেকটাই মিল আছে। প্রাচীন সনাতনী ধর্ম অবলম্বী কিছু মানুষ তাদের কর্ম, শিক্ষা, ও ধর্ম সংস্কৃতিবান দিয়ে তাদের নিজেরাই আজ সত্যের পথের পথিক হয়ে ঈশ্বরের পরিণতি হয়েছে। ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

দক্ষিণ ২৪ পরগনা ইতিহাসে জড়িয়ে রয়েছে সরদার পরিবার

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(শেষ পর্ব)

ইতিহাস এই লেখাটি না বললে লেখাটি অসম্পূর্ণ রয়ে যাবে।

লর্ড ক্যানিং একটি বন্দর নির্মাণ করতে চেয়েছিলেন, যা হতে পারে কলকাতার বিকল্প এবং সিঙ্গাপুরের প্রতিদ্বন্দ্বী। সবুজ ম্যানগ্রোভদের রেখে যেতে চেয়েছিলেন নিজের মতো, যেহেতু তারা প্রকৃতির ক্রোধের বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষামূলক বাঁধা, ঘূর্ণিঝড়, ঢেউ এবং জোয়ারের প্রবাহের প্রাথমিক আক্রমণকে শোষণ করে। 'গোলকুঠি' এবং 'হোটেলকুঠি' নামেও প্রশাসনের উদ্দেশ্যে দুটি পৃথক বিল্ডিং তৈরি করা হয়েছিল। প্রথমটি বর্তমানে সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে গেছে এবং 'হোটেলকুঠি' এখনও ক্যানিং শহরের উপকণ্ঠে হেলিকপ্টার মোড়ের কাছাকাছি ধ্বংসাবশেষ আকারে দাঁড়িয়ে আছে। ক্যানিং সুন্দরবনের প্রবেশ পথ হিসেবে বহির্বিশ্বে পরিচিত। চটুল ম্যানগ্রোভ বনের নিকটতম রেলওয়ে এবং সড়কপথ ক্যানিং থেকে কলকাতার সঙ্গে সংযুক্ত। শিয়ালদহ দক্ষিণ লাইন থেকে ক্যানিংগামী ট্রেন চলে, যার ভাড়া ১৫ টাকা। দুটি রাস্তা বা সড়কপথ: একটি ইস্টার্ন মেট্রোপলিটান বাইপাস; দ্বিতীয়টি বাসন্তী হাইওয়ে। এই দুটি পথ কলকাতার সঙ্গে যুক্ত। এই মহকুমার মূল স্থান ক্যানিং একটি সুপ্রাচীন জনপদ, যা গড়ে উঠেছিল বড়লাট লর্ড ক্যানিং এর নামানুসারেই। মাতলা নদীর তীরে এই জায়গাটি বর্তমানে সুন্দরবনের প্রবেশদ্বার নামে খ্যাত। ভারতবর্ষের তৃতীয় শহর হিসেবে ক্যানিং এ রেলপথ স্থাপন হয় তৎকালীন ক্যানিং বন্দরের সুবিধার্থে ১৮৬২-৬৩ সালে। উল্লেখ্য এ রাজ্যের ইতিহাসে ক্যানিংই ছিল প্রথম পুরশহর। পরে সেই তকমা যদিও মুছে যায়। ইতিহাস আজও কথা বলে এরপর থেকে মাতলা নদী তীরে গড়ে ওঠা বাজার মাতলা বাজারের নাম হয়ে গেল ক্যানিং।ক্যানিংয়ের মাতলা নদীর উৎস হিসাবে বিভিন্ন নদীর স্থান একত্রিত হয়েছিল একদিকে কাবেরী অন্যদিকে আঠারোবাকি আর বিদ্যাধরীর মধ্যস্থল মাতলা নদী। সেসময়ের গল্পই ছিল জুড়ে জুড়ে থাকার। সে বাংলাদেশে কত না নদনদী। জলো হাওয়া এদেশের বুকে চিরকাল বহমান। নদীর উত্তাল ঢেউয়ের বাঁকে কত ঘটনা। কত রাজ্য রাজধানী। কত লোকের বাস। নদীরা ফুরোল যেমনি, গল্পের নটেগাছের মুড়োনো সেদিন থেকেই। তেমনি এক নদীর নাম বিদ্যাধরী। চিরতরে সে হারায়নি যদিও। তবু রোজই সে ফুরোয়, একটু একটু করে ফুরিয়ে যাওয়ার পদ্য লেখে।

আচ্ছা, নদীর নাম কেমন করে হয়? কে করে এইসব নামকরণ? জানা নেই। পথঘাটের নামের হদিস মিললেও নদীর নামের উৎস মেলে কি? কেই-বা তার নাম রেখেছিল বিদ্যাধরী! কী আশ্চর্য নামখানা। খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতক অবধি এই নদী ছিল ভাগীরথীর একটি শাখা। বিদ্যাধরীর তীরেই ছিল । তিনশো খ্রিস্টাব্দের বাংলায় এই চন্দ্রকেতুগড় বন্দরের সুনাম ছড়িয়েছিল দিগ্বিদিক। টলেমি নাকি এই বন্দরকেই বলেছিলেন, 'গঙ্গা বন্দর'। আবার সিংহলি পুরাণ 'বঙ্গনগর' বলেছিল তাকেই। চন্দ্রকেতুগড়ের এই যে রমরমা বাজার - তার মূলে ছিল বিদ্যাধরী নদী। কিন্তু ভাগীরথীর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন হলে, ক্রমশ মজে যেতে থাকে নদীখাত। চন্দ্রকেতুগড়েরও আয়ু ফুরোতে থাকে।ষোড়শ শতকের শেষে ভাগীরথীর স্রোত কমতে থাকে। বিদ্যাধরীতে পলি জমে। গঙ্গার মূল স্রোত ততদিনে ডানা মেলেছে পদ্মার দিকে। ভাগীরথী তখন কল্যাণী, হরিণঘাটার কাছে সরে আসে। আর ফেলে আসে কতগুলি অশ্বক্ষুরাকৃতি হ্রদ। সেই হ্রদ আজ বিলে পরিণত। তেমনি একটি বিল আজকের বিদ্যাধরীর উৎস। কারো কারো মতে হরিণঘাটার কাছে উৎপন্ন হয়ে, হাবড়া, দেগঙ্গা, হাড়োয়া ঘুরে সে পড়েছে মাতলা নদীতে। চব্বিশ পরগণার গুমা পর্যন্ত তার নাম নোনাগাঙ। তবে এই নদীর শাখাপ্রশাখা কম নয়। তেহট্টের কাছে দু'ভাগে ভাগ হয়ে যায় সে। পশ্চিমদিকে প্রবাহিত শাখাটির সঙ্গে অনেকগুলি লবণহ্রদ জুড়েছিল এককালে। ১৮৫২ সালের জুলাই মাসে প্রবল বন্যায় বিদ্যাধরীর জল বেয়ে কতগুলি শুশুক নাকি চলে এসেছিল এইসব লবণহ্রদে। যাই হোক গাঙ্গেয় শুশুক হিসেবেই তারা থেকে যায়। তবে বিদ্যাধরী নদীর এই পশ্চিম শাখাটির কোনো চিহ্ন আজ আর নেই। তার রেখে-যাওয়া লবণহ্রদেরা ভরাট হয়ে পরিণত হয়েছে সল্টলেক উপনগরীতে। প্রকৃতিকে এভাবেই আমরা অদলবদল করে চলেছি আরকি। বিদ্যাধরীর পশ্চিম শাখা থেকে বেরিয়ে পিয়ালি নদী মিশেছিল মাতলার সঙ্গে। কিন্তু বিদ্যাধরীর মজে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পিয়ালির উত্তরাংশে জল প্রায় নেই। আজ এসব নদীগুলো আর নদী নেই সেই ইতিহাস দু এক কথাই তুলে ধরতে চাই।বিদ্যাধরীর এই মজে যাওয়া অবশ্য সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক কারণে নয়। ভাগীরথী থেকে বিচ্ছিন্ন সে হয়ে পড়েছিল ঠিকই। কিন্তু অষ্টাদশ শতকের শেষভাগ থেকে অনেকগুলি খাল তৈরি করা হয়েছিল কৃত্রিমভাবে। নৌ-চলাচলের সুবিধের কথা ভেবে। ১৮৩০ সাল পর্যন্তও নাকি এই বিদ্যাধরী নদী গাঙ্গেয় ব-দ্বীপের এক অন্যতম প্রবাহ ছিল। কলকাতা পর্যন্ত তা বিস্তৃত ছিল বটেই। কিন্তু কৃত্রিম খালের বাড়াবাড়ির ফলে নদী খুব দ্রুত চলচ্ছক্তিহীন হয়ে পড়ে। তবে বর্তমানের কলকাতার সমস্ত নিকাশি ব্যবস্থা নির্ভর করে আছে বিদ্যাধরীর ওপর। কিন্তু নদী প্রায় মজে যাওয়ায়, সুপরিকল্পিত সংস্কার না-হওয়ায় আজ তাতেও দুর্ভোগের কোনো শেষ নেই। নদী অনেকসময়ই নিজের মতো দিক বদলায়। কিন্তু ঔপনিবেশিক শাসনের যুগে ইচ্ছেমতো জলপথ নির্মাণ হতে থাকে, ফলাফলে বহু নদীই হারাতে থাকে তাদের মূল স্রোতখাত। কিন্তু আজ এতবছর পরেও, আমরাই বা কোথায় যত্ন নিলাম আমাদের নদনদীদের। অন্যদিকে প্রাচীন লোকায়ত থানগুলির মধ্যে দক্ষিণ রায়, গাজীবাবা, বিবি মা, পঞ্চানন, বিশালাক্ষী, রক্তগাজী, জামাইবলি ইত্যাদি এবং মেলাগুলির মধ্যে সাগর মেলা, নন্দার মেলা, বোলসিদ্ধির বাণফোঁড় মেলা, জয়নগরের ঝাঁপ, দক্ষিণ বিষ্ণুপুরের মেলা, বড়াশির গাজন প্রাচীন। সাহিত্য গবেষক বাণী দাসের বক্তব্য, মঙ্গলকাব্য ও বৈষ্ণব সাহিত্যে যে স্থান নাম ও মন্দিরগুলি পাওয়া যায় বাস্তবে তার অস্তিত্ব রয়েছে। এই জেলায় আদিগঙ্গার দুই তীরে বহু ধর্মস্থান সুদূর অতীতের মতো বর্তমানেও রয়েছে। রয়েছে সাহিত্যে উল্লিখিত যুদ্ধক্ষেত্রও। এদিকে মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, রায়মঙ্গল ও চৈতন্যভাগবতে পাওয়া যায় ছত্রভোগ, চক্রতীর্থ, অম্বুলিঙ্গ মন্দির ও ঘাট, নেতিধোপানির ঘাট, ত্রিপুরাসুন্দরীর মন্দির, হাতিয়াগড়, বদরিকাকুণ্ড ইত্যাদি ও লোককাব্যে যুদ্ধক্ষেত্র হিসাবে পাওয়া যায় খনিয়া (দক্ষিণ রায় ও বরখান গাজি), হাতিয়াগড় ও বড়াল (অকানন্দ-বকানন্দ ও পীর গোরাচাঁদ), বিজয়নগর ও শাহজাদাপুর (মুকুট রাজা ও বরখান গাজী) ইত্যাদি।

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

সিনেমার খবর

পুরনো তিক্ততা মনে রাখলে নিজেদেরই ক্ষতি, সাবেক প্রেমিককে স্বস্তিকা

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : ওপার বাংলার জনপ্রিয় মুখ স্বস্তিকা মুখার্জি বরাবরই ক্যারিয়ার কিংবা ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে সবসময় সোজাসাপটা কথা বলে থাকেন। এমনকী ব্যক্তিজীবনের প্রেমের সম্পর্ক নিয়েও। এখনো মাঝে মাঝে দীর্ঘ ১৫ বছর আগের পুরনো প্রেমের সম্পর্ক নিয়ে কথা বলেন। আবার সাবেক প্রেমিকের সঙ্গে তোলা ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করেন এ অভিনেত্রী।

টালিউড ইন্ডাস্ট্রির প্রেমিক পুরুষ বলা হয় অভিনেতা পরমব্রতকে। ক্যারিয়ারে বিভিন্ন সময় একাধিক অভিনেত্রীর সঙ্গে প্রেমের সম্পর্কে জড়িয়েছেন তিনি। এ তালিকায় স্বস্তিকাও ছিলেন। ১৫ বছর আগের সেই সম্পর্ক যদিও এখন পুরনো। পরমব্রত এখন সংগীতশিল্পী পিয়ার স্বামী। গত নভেম্বরে গায়ক অনুপম রায়ের সাবেক স্ত্রীকে বিয়ে করেছেন অভিনেতা।

পিয়া-পরমব্রতের বিয়ের পর তখন সোশ্যালে স্বস্তিকাকে টেনে বিভিন্ন মন্তব্য করেছেন নেটিজেনরা। কেননা, বিভিন্ন সময় পরমব্রতের সঙ্গে তোলা ছবি পোস্ট করে সাবেককে সহজ বন্ধুত্বের সম্পর্ক বলে উল্লেখ করেছেন অভিনেত্রী। এ ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গের প্রভাবশালী সংবাদমাধ্যম আনন্দবাজার পত্রিকাকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে কথা বলেছেন স্বস্তিকা।

সাবেকের সঙ্গে সহজ বন্ধুত্ব নিয়ে স্বস্তিকা বলেন, অনেকে কূটচালিও করে। শুধু সোশ্যালে নয়, চারপাশেও তো অনেক আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী রয়েছে। সব জায়গায় নানা ধরনের মানুষ রয়েছে। কিন্তু তাদেরকে আমরা কখনোই জীবনে পাত্তা দেই না যে, তারা মুখের ওপর কিছু বলতে পারবে। সব আত্মীয়দের কিন্তু ভালো লাগে না। পেছনে পড়ে থাকলে কিছু কথা বলবে। আগে তারা আড়ালে বলতো, আর এখন সোশ্যালে প্রকাশ্যে বলে। কিন্তু এসবে ব্যস্ত হয়ে পড়ি না।

স্বস্তিকা এরপরই পরমব্রতের ব্যাপারে বলেন, এই তো নববর্ষের পার্টিতে সৃজিত ও পরমব্রতের সঙ্গে একটি ছবি পোস্ট করে লিখেছিলাম, সাবেক বলে কিছুই হয় না (হাসি)। কেননা, আমরা তো বলি বিয়ের পাঁচ-ছয় বছর হলে স্বামী-স্ত্রীও ভাই-বোন হয়ে যায়। আর ১৫ বছর আগের সাবেক কি সাবেকই থেকে যাবে?

টালি তারকা বলেন, আমরা একই জায়গায় কাজ করি। ভালো-মন্দের মধ্যে আমিও মিশে আছি। অনেকদিন হলে কারও খারাপ দিক মনে থাকে না। পরম, সৃজিত যাইহোক, যখন তাদের কথা ভাবি তখন কিন্তু ভালোগুলোই মনে পড়ে। খারাপ মনে রাখলে আমাদেরই ক্ষতি। তিক্ততা জমিয়ে রেখে লাভ কী? যদি পরমের কথা ভাবি তাহলে ওর ভালো বিষয়গুলোই মনে পড়ে। এ জন্য হয়তো সে বাড়ি ফেরার সময় জড়িয়ে ধরে বলতে পারি, ভালো থাকিস।

এ অভিনেত্রী আরও বলেন, পিয়াকে আমি অনেক দিন ধরে চিনি, জানি। খুব ভালো লাগে ওকে। পরমকে বলেছিলাম, ডাকিস, তোর জন্য না হলেও পিয়ার জন্য আমি যাব। কেননা, পিয়ার স্বামী কে, সেটি জরুরি নয় আমার কাছে। আমি সে রকম কোনো মানুষ নই যে, কাউকে জড়িয়ে ধরে তাকে ভালো থাকতে বলতে পারব না। কারও ভালো চাইতে পারব না কেন, বলুন তো। আর কারও সঙ্গে তো আমার দেখাদেখি বা যোগাযোগ বন্ধ হয়নি। আমাদের পেশায় সেটি সম্ভবও নয়। এমনটা হলে কতজনের সঙ্গে করব না? তাহলে তো বাড়িতে বসে থাকতে হয়।

অযোধ্যায় কেন জমি কিনলেন অমিতাভ?

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : কয়েক কোটি রুপি দিয়ে অযোধ্যার সরযূ নদীর তীরে জমি কিনেছেন বলিউড মেগাস্টার অমিতাভ বচ্চন। সেখানে বিলাসবহুল বাংলো বানাবেন তিনি। অযোধ্যার সাত তারা প্রকল্প দ্য সরযূতে ১০ হাজার বর্গফুটের জমি কিনেছেন অমিতাভ। অভিজাত এই প্রকল্প নির্মাণ করছে মুম্বাইয়ের নির্মাণ সংস্থা দ্য হাউস অব অভিনন্দন লোধা। রামমন্দির থেকে প্রকল্পটির দূরত্ব ১৫ মিনিট বলে জানা গেছে। বিগ বি ১০ হাজার বর্গফুটের জমিটি কিনতে নিজের পকেট থেকে সাড়ে ১৪ কোটি রুপি দিয়েছেন।

হিন্দুস্তান টাইমসের খবর অনুযায়ী, বলিউড শাহেনশা জানিয়েছেন, 'অযোধ্যাতে দ্য হাউস অব অভিনন্দন লোধার সঙ্গে এই ভ্রমণ শুরু করতে পেরে আমি রীতিমতো উৎফুল্ল। অযোধ্যা এমন এক শহর, যা আমার হৃদয়ের এক বিশেষ স্থানে আছে। আমার সঙ্গে এই শহরের আধ্যাত্মিকতা আর আবেগের গভীর সংযোগ আছে। এখানে প্রাচীন ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, আধ্যাত্মিকতা আর আধুনিকতা সব মিলেমিশে এক হয়ে গেছে। বিশ্বের এই আধ্যাত্মিক রাজধানীতে নিজের বাড়ি নির্মাণের জন্য আমি আশাবাদী।'

অমিতাভ প্রথম বলিউড তারকা, যিনি অযোধ্যাতে জমি কিনেছেন।

৫০ বছরে টুইঙ্কেলের স্নাতক সম্পন্ন, যা বললেন স্বামী অক্ষয়

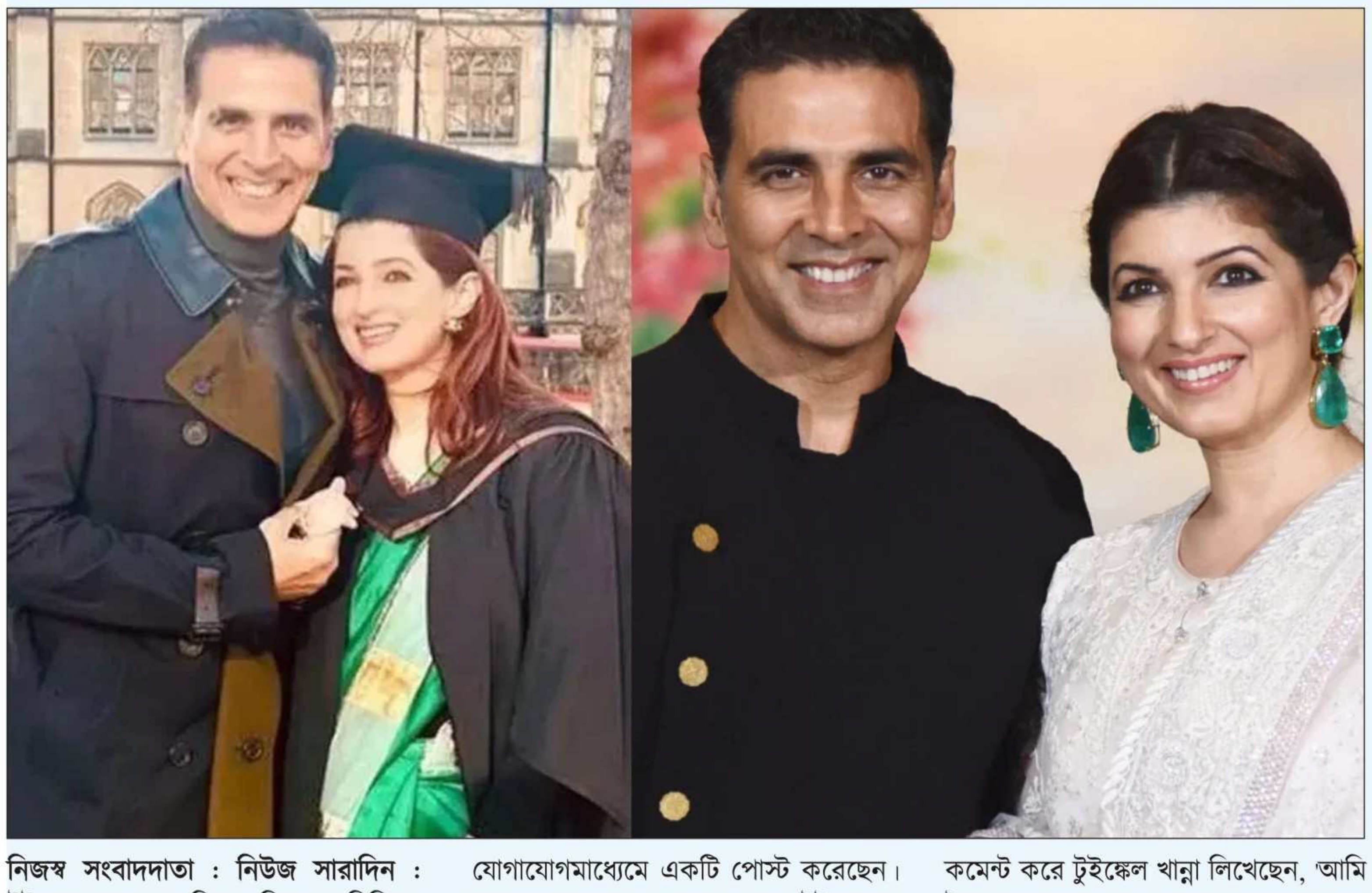

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : টুইঙ্কেল খান্না একাধিক পরিচয়ে পরিচিত। নব্বইয়ের দশক ও তার পরও বলিউডে তার ছিল শক্ত অবস্থান। এরপর সংসার ও অন্যান্য কারণে অভিনয় থেকে দূরে সরেছেন। কিন্তু হারিয়ে যাননি। শিল্পের আরেকটি মাধ্যম তিনি গ্রহণ করেছিলেন- লেখালেখি। তাই অক্ষয় কুমারের স্ত্রী বা রাজেশ-ডিম্পল দম্পতির কন্যা নয়, টুইঙ্কেল পরিচিত স্বনামেই। এবার তার সাফল্যের মুকুটে যুক্ত হলো একটি নতুন পালক। তিনি লন্ডনের গোল্ডস্মিথ ইউনিভার্সিটি থেকে ফিকশন রাইটিংয়ে গ্র্যাজুয়েশন সম্পন্ন করেছেন।

বিষয়টি নিয়ে অক্ষয় কুমার তার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যেমে একটি পোস্ট করেছেন। কনভোকেশনের পোশাক পরা টুইঙ্কেলের হাত ধরে একটি ছবি তুলেছেন তিনি। সেটি পোস্ট করে লিখেছেন, 'দুই বছর আগে তুমি যখন বললে আবার পড়াশোনা শুরু করবে, আমি ভেবেছিলাম, তুমি আসলেই সেটা করবে কিনা। কিন্তু যেদিন তুমি পরিবার, সন্তান, ক্যারিয়ার আর আমাকে সামলে সত্যিই পড়াশোনা নিয়ে নতুন করে পরিশ্রম শুরু করলে, আমি বুঝলাম, একজন সুপারউইম্যানকে বিয়ে করেছিলাম। আজ তোমার গ্র্যাজুয়েশনের সময় মনে হচ্ছে আমার আরেকটু পড়াশোনা করার প্রয়োজন ছিল। তাহলে উপযুক্ত শব্দ খুঁজে পেতাম তোমাকে অভিনন্দন জানাতে। আমি অত্যন্ত গর্বিত, টিনা। অভিনন্দন ও অনেক ভালোবাসা।'

মজার ব্যাপার, গতকাল ছিল অক্ষয়-টুইঙ্কেলের ২৩তম বিবাহবার্ষিকী। এদিন টুইঙ্কেলের নতুন কৃতিত্ব তাদের উদযাপনে নতুন মাত্রা এনে দিচ্ছে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এমনিতে তিনি বরাবরই স্ত্রীর প্রশংসায় পঞ্চমুখ থাকেন। অক্ষয়ের পোস্টে কমেন্ট করে টুইঙ্কেল খান্না লিখেছেন, 'আমি টাল সামলাতে না পারলে আমাকে ধরে থাকার মতো একজন সঙ্গী পেয়ে নিজেকে সৌভাগ্যবতী মনে করি। বারবার টাল হারাই, তাই না? কাল সে যাত্রার ২৩ বছর পূর্ণ হচ্ছে।'

গ্র্যাজুয়েশন দিনের একটি রিল নিজে শেয়ার করেছেন টুইঙ্কেল। সেখানে তাকে স্টেজে হাঁটতে ও টুপি ওড়াতে দেখা যায়। টুইঙ্কেল লিখেছেন, 'অবশেষে সেই দিন! আমার গ্র্যাজুয়েশন হলো। মনে হচ্ছে, গোল্ডস্মিথে আমি গতকাল এসেছিলাম। আবার মনে হচ্ছে বহু বছর কেটেছে। রৌদ্রোজ্জ্বল একটা দিন, চমৎকার একটা শাড়ি আর পরিবার পাশে থাকার সৌন্দর্য উপভোগ করছি, যা আমি কখনো কল্পনা করিনি।'

টুইঙ্কেল এরই মধ্যে লেখিকা হিসেবে জনপ্রিয়তা পেয়েছেন। তার লেখা 'মিসেস ফানিবোনস', 'পাজামাস আর ফরগিভিং' ও 'লেজেন্ড অব লক্ষ্মীপ্রসাদ' বেস্টসেলার হয়েছে। কিছুদিন আগে তার চতুর্থ বই 'ওয়েলকাম টু প্যারাডাইস'-এর খবর দিয়েছেন।

ওটিটিতে 'অ্যানিমেল' মুক্তি নিয়ে জটিলতা! দিল্লি হাইকোর্টে মামলা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : প্রেক্ষাগৃহে মুক্তির পর থেকেই বক্স অফিসে রীতিমতো ঝড় তুলেছে সন্দীপ রেড্ডি ভাংগার সিনেমা 'অ্যানিমেল'। এ পর্যন্ত বিশ্বব্যাপী ৯০০ কোটি রুপির বেশি ব্যবসা করেছে সিনেমাটি।

তবে ছবিটির ওটিটি ও স্যাটেলাইট মুক্তি নিয়ে দেখা দিয়েছে জটিলতা। আগে শোনা গিয়েছিল, ২৬ জানুয়ারি ওটিটিতে মুক্তি পাবে সিনেমাটি। তবে ছবিটির সহপ্রযোজনা প্রতিষ্ঠান সিনে ওয়ান স্টুডিওস লিমিটেড 'অ্যানিমেল'-এর ওটিটি ও স্যাটেলাইট মুক্তি আটকাতে দিল্লি হাইকোর্টে মামলা করেছে। খবর এনডিটিভির।

জানা গেছে, সিনে ওয়ান স্টুডিও প্রাইভেট লিমিটেড মামলা করেছে 'অ্যানিমেল'-এর মূল প্রযোজক টি-সিরিজের বিরুদ্ধে। সিনে ওয়ানের দাবি, দু'টি প্রযোজনা সংস্থার মধ্যে লভ্যাংশ ভাগাভাগি নিয়ে চুক্তি হয়েছিল। কিন্তু টি-সিরিজ এখনো তাদের কোনো অর্থ দেয়নি। এমনকি ছবির প্রচারসহ বিভিন্ন খাতে কত খরচ হয়েছে, সেটিও জানায়নি।

এদিকে ই টাইমসকে টি-সিরিজের একটি সূত্র জানায়, ছবিটি মুক্তির মাত্র দেড় মাস হয়েছে। টি-সিরিজ লাভবণ্টন চুক্তিকে সম্মান করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তাহলে কেন এই তাড়াহুড়া? চুক্তিতে বলা হয়েছে যে মুক্তির ৬০ দিন পরে বিবৃতি দেওয়া হবে, যা এখনো পূর্ণ হয়নি।

আগামী বৃহস্পতিবার মামলার পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য রয়েছে।

রোমার নতুন
কোচ ডি রসি

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : লিগে ব্যর্থতার জের ধরে হোসে মরিনহোকে বরখাস্ত করেছে ইতালিয়ান ক্লাব রোমা। এই পর্তুগিজ কোচের জায়গায় সাবেক ইতালিয়ান ফুটবলার দানিয়েল ডি রসিকে দায়িত্ব দিলো ইতালিয়ান ক্লাবটি। এক বিবৃতিতে বিষয়টি নিশ্চিত করেছে রোমা।

১৬ জানুয়ারি এক বিবৃতিতে নতুন কোচের নাম ঘোষণা করে রোমা। রসির সঙ্গে আপাতত ৬ মাসের চুক্তি করেছে তারা। ২০২৪ সালের ৩০ জুন পর্যন্ত এই দায়িত্বে থাকবেন ৪০ বছর বয়সী ইতালির সাবেক এই ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডার। ক্লাব ক্যারিয়ারের দেড় যুগ রোমার হয়ে খেলেছেন রসি। ২০০১ থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত ইতালিয়ান ক্লাবটির সঙ্গে থেকেছেন সাবেক এই খেলোয়াড়। এবার চ্যালেঞ্জ কোচ হিসেবে। আগামী শনিবার লিগে ১৮তম স্থানে থাকা ভেরোনার বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে শুরু হচ্ছে রোমাতে রসির নতুন যাত্রা।

ফ্রান্সের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বিরুদ্ধে
করিম বেনজেমার মামলা

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : ছবিতে ফ্রান্সের জাতীয় দলের সাবেক ফুটবলার করিম বেনজেমা ও দেশটির স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জেরাল্ড দারমানিন (ডানে)

ফ্রান্সের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জেরাল্ড দারমানিনের বিরুদ্ধে মানহানির মামলা করেছেন দেশটির জাতীয় দলের সাবেক ফুটবলার করিম বেনজেমা। গত বছরের অক্টোবরে ফিলিস্তিনিদের ওপর ইসরায়েলের হামলার নিন্দা করেছিলেন বেনজেমা। আর তাই ব্যালন ডি'অর জয়ী এই ফুটবলারের সঙ্গে মুসলিম ব্রাদারহুডের সম্পৃক্ততার অভিযোগ এনেছিলেন দারমানিন। ফরাসি বার্তা সংস্থা এএফপি জানিয়েছে, বেনজেমার আইনজীবী হিউজ ভিগিয়ের মঙ্গলবার দেশটির বিশেষ আদালত কোর্ট ডি জাস্টিসে মামলা করেছেন। এই আদালতে ফ্রান্সের মন্ত্রীদের মামলার বিচার কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়।

গত ৭ অক্টোবর ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামী সশস্ত্র গোষ্ঠী হামাস ইসরায়েলে হামলা চালানো পর পাল্টা আক্রমণে গাজায় নির্বিচার বোমাবর্ষণ শুরু করে ইসরায়েল। এ নিয়ে প্রতিবাদ করে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে বেনজেমা লিখেছিলেন, 'আমাদের সমস্ত প্রার্থনা গাজার বাসিন্দাদের জন্য, যারা আবারও এই অন্যায় বোমা হামলার শিকার হচ্ছে, যেখানে কোনো নারী বা শিশুও রেহাই পাচ্ছে না।'

বেনজেমার এমন মন্তব্যে ক্ষোভ প্রকাশ করে দারমানিন সিনিউজ চ্যানেলে ফ্রান্সের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, 'তার (বেনজেমা) সঙ্গে ওমুসলিম ব্রাদারহুডের কুখ্যাত সম্পৃক্ততা আছে। এছাড়াও বেনজেমার বিরুদ্ধে ফ্রান্স জাতীয় দলের খেলায় জাতীয় সংগীত না গাওয়া এবং সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ধর্মান্তরকরণ প্রচেষ্টার অভিযোগও এনেছিলেন দারমানিন।

ফ্রান্সের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর অভিযোগের পরপরই আইনজীবীর মাধ্যমে প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন বেনজেমা। এবার আইনি পথে হাঁটলেন এই ফুটবলার। মামলায় বেনজেমা বলেছেন, 'মুসলিম ব্রাদারহুডের সঙ্গে নূন্যতম সম্পৃক্ততাও কখনো ছিল না, এমনকি সংগঠনটির সদস্য দাবিদার কারও সম্পর্কে কোনো ধারণাও নেই।'

বেনজেমা মামলায় আরও লিখেছেন, 'আমি জানি যে দুর্নামের কারণে আমাকে কতটা রাজনৈতিক খেলায় ব্যবহার করা হচ্ছে। ব্যাপারটা আরও বেশি কলঙ্কজনক এ কারণে যে ৭ অক্টোবর থেকে ঘটা নাটকীয় ঘটনাগুলো এ ধরনের বিবৃতি থেকে আলাদা কিছু দাবি করে।'

ছেলে-ভাগ্নে!
যুব বিশ্বকাপ নজরে দুই আফগান ওপেনার

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপে আফগানিস্তানের দুই ওপেনারকে নিয়ে ক্রিকেট মহলে তৈরি হয়েছে আগ্রহ। আগ্রহের কেন্দ্রে তাদের বিশেষ এক পরিচয়। তবে সেই পরিচয়ের সুবাদে নয়, তারা দলে জায়গা করে নিয়েছেন যোগ্যতা প্রমাণ করে।

এক জনের নাম হাসান ইশাখিল। অন্য জন উসমান শিনওয়ারি। প্রথম জন আফগানিস্তানের প্রাক্তন অধিনায়ক মোহাম্মদ নবির ছেলে। দ্বিতীয় জন আফগানিস্তানের টি-টোয়েন্টি দলের নিয়মিত অধিনায়ক রশিদ খানের ভাগ্নে। ওয়ানডে ফরম্যাটে বিশ্বকাপে ইশাখিল-শিনওয়ারি জুটির উপর থাকবে দলের ইনিংস শুরু করার গুরু দায়িত্ব। তারা সাফল্যে পেলে আফগান ক্রিকেটের পরবর্তী প্রজন্ম সম্পর্কে আভাস পাবে ক্রিকেট বিশ্ব।

আগামী ১৯ জানুয়ারি থেকে দক্ষিণ আফ্রিকায় শুরু হবে অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ। এই প্রতিযোগিতার কালো ঘোড়া বলা হচ্ছে আফগানিস্তানকে। বেশ কয়েক জন প্রতিভাবান ক্রিকেটার রয়েছে আফগান দলে। যাদের খুব তাড়াতাড়ি সিনিয়র দলে দেখতে পাওয়া যাবে বলে মনে করা হচ্ছে। ওপেনিং ব্যাটার ছেলেকে নিয়ে আশাবাদী নবি। কলকাতা নাইট রাইডার্সের প্রাক্তন অলরাউন্ডারের আশা, ছেলে এবং তিনি এক সঙ্গে খেলবেন জাতীয় দলের হয়ে।

অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপে গ্রুপ 'ডি'-তে আফগানিস্তানের সঙ্গে রয়েছে পাকিস্তান, নিউজিল্যান্ড এবং নেপাল। দ্বিতীয় রাউন্ডের যাওয়ার সুযোগ রয়েছে আফগানদের। ক্রিকেট বিশেষজ্ঞেরা মনে করছেন, এ বারের অনূধর্ব-১৯ আফগানিস্তান দল যে কোনও দলকে হারাতে পারে। তবে ক্রিকেটপ্রেমীদের নজরে থাকবেন দুই তরুণ ওপেনার।

'আইডল' রোনালদোকে
পেছনে ফেলে এশিয়ার সেরা সন

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : টানা সপ্তমবার ও সব মিলিয়ে নবমবারের মতো এশিয়ার বর্ষসেরা ফুটবলার মনোনীত হয়েছেন দক্ষিণ কোরিয়ান তারকা স্ট্রাইকার সন হেয়াং-মিন। ২২ দশমিক ৯ শতাংশ ভোট পেয়ে সেরার পুরস্কার ছিনিয়ে নিয়েছেন সন। এর আগে ২০১৪ ও ২০১৫ সালেও এশিয়ার সেরা হয়েছিলেন তিনি।

পর্তুগিজ সুপারস্টার ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোকে পেছনে ফেলে এবারও এশিয়ার বর্ষসেরা খেলোয়াড়ের পুরস্কার জিতেছেন তিনি। গত এক বছরে সৌদিতে পেশাদার লিগে আল-নাসরের হয়ে নিজেকে প্রমাণ করলেও সনের কাছে বর্ষসেরার দৌড়ে পেরে ওঠেননি সিআর সেভেন।

সৌদি লিগে পর্তুগিজ সুপারস্টার ছাড়া আরও নাম লিখিয়েছেন সাদিও মানে, এন'গলো কান্তে, সার্গেই মিলিনকোভিচ-সাভিচ, করিম বেনজেমাদের মতো বিশ্বমানের তারকারা। কিন্তু ইউরোপ ছেড়ে সৌদি লিগে এসে তাদের কেউই খুব একটা সুবিধা করতে পারেননি।

ক্লাব ও জাতীয় দলের হয়ে গত এক বছরে ২৭ গোল করেছেন টটেনহ্যামের এই অধিনায়ক। বর্তমানে এশিয়ান কাপ খেলতে জাতীয় দলের সঙ্গে রয়েছেন তিনি। টুর্নামেন্টের প্রথম ম্যাচে সনের নেতৃত্বে বাহরাইনকে ৩-১ গোলে হারিয়েছে কোরিয়া। এশিয়ান পরাশক্তিদের পরবর্তী প্রতিপক্ষ জর্ডান ও মালয়েশিয়া।

এদিকে টানা সাতবার এশিয়ার বর্ষসেরার পুরস্কার জয় করায় টটেনহ্যামের পক্ষ থেকে সনকে অভিনন্দন জানানো হয়েছে।

১৯ দশমিক ৫৪ শতাংশ ভোট পেয়ে দ্বিতীয় সেরা হয়েছেন সনের জাতীয় দলের সতীর্থ কিম মিন জায়ে। নাপোলির হয়ে দারুণ বছর কাটানো কিম গত মৌসুমের শেষে ৫ বছরের চুক্তিতে ৪৩ মিলিয়ন পাউন্ডে বায়ার্ন মিউনিখে যোগ দিয়েছেন।

১৭ দশমিক ৬ শতাংশ ভোট পেয়ে তৃতীয় স্থান লাভ করেছেন রোনালদো। আল-নাসরের হয়ে এখন পর্যন্ত ১৮ ম্যাচে ২০ গোল ও ৯ অ্যাসিস্ট করেছেন তিনি।

কোপা আমেরিকা পর্যন্ত
আর্জেন্টিনার কোচ থাকবেন স্কালোনি

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : গেল বছরের নভেম্বরে বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে ব্রাজিলকে হারানোর পর আর্জেন্টিনার কোচের দায়িত্ব থেকে সরে দাঁড়ানোর ইঙ্গিত দিয়েছিলেন লিওনেল স্কালোনি। এরপর থেকে শোনা গেছে নানা গুঞ্জন। ২০২৬ সাল পর্যন্ত আর্জেন্টিনার সঙ্গে চুক্তি থাকলেও স্কালোনি সে পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করবেন কিনা, সেটি ছিল অনিশ্চিত। চলতি বছরের কোপা আমেরিকার আগেই স্কালোনি দায়িত্ব ছাড়বেন এমন গুঞ্জনও উঠেছিল।

তবে গতকাল মঙ্গলবার সেই গুঞ্জন উড়িয়ে দিয়েছে আর্জেন্টিনার সংবাদমাধ্যম টিওয়াইসি স্পোর্টস। তারা জানিয়েছে, অন্তত কোপা আমেরিকা শেষ হওয়ার আগপর্যন্ত আর্জেন্টিনার কোচের দায়িত্ব পালন করবেন স্কালোনি।

ফুটবলের জনপ্রিয় ইতালীয় সাংবাদিক ফাব্রিৎসিয়ো রোমানো সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে (সাবেক টুইটার) এক পোস্টের মাধ্যমে জানিয়েছেন, আর্জেনিটনা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ফাবিয়ান তপিয়ার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন স্কালোনি। এরপর চলতি গ্রীষ্মে কোপা আমেরিকা পর্যন্ত আর্জেন্টার কোচ হিসেবে দায়িত্ব পালনের বিষয়ে সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করেছেন তিনি।

আগামী ২০ জুন যুক্তরাষ্ট্রে শুরু হয়ে কোপা আমেরিকার জমজমাট আসর। এরপর ১৪ জুলাই ফাইনালের মাধ্যমে শেষ হবে আসরটি। আর্জেন্টিনা কোপা আমেরিকার বর্তমান চ্যাম্পিয়ন।

২০১৮ সালে আর্জেন্টিনা কোচের দায়িত্ব নেন স্কালোনি। দলের দায়িত্ব নেওয়ার পর ২০২১ সালে আর্জেন্টিনাকে কোপা আমেরিকার শিরোপা এনে দেন তিনি। এরপর ৩৬ বছরের খরা কাটিয়ে কাতার বিশ্বকাপে আর্জেন্টিনাকে সোনালী ট্রফি জেতান ৪৫ বছর বয়সী এই কোচ।

অ্যালেনের রেকর্ড, ছক্কার বন্যা

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : পাকিস্তানের বিপক্ষে ছক্কার বন্যা বইয়ে দিয়ে আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে নতুন বিশ্বরেকর্ড গড়লেন নিউজিল্যান্ডের ফিন অ্যালেন। ১৭ জানুয়ারি পাকিস্তানের বিপক্ষে তিন ম্যাচ সিরিজের শেষ ও তৃতীয় টি-টোয়েন্টিতে এই রেকর্ড গড়েন অ্যালেন। ম্যাচে ওপেনিং করতে নেমে ৬২ বলে ১৬টি ছয় ও ৫টি চারের মারে ১৩৭ রানের ঝড়ো ইনিংস খেলেছেন এই ডানহাতি ব্যাটসম্যান।

এতোদিন আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে এক ইনিংসে সবচেয়ে বেশি ছক্কার রেকর্ডটি ছিলো আফগানিস্তানের হজরতুল্লাহ জাজাইয়ের একক দখলে। আফগানিস্তানের এ ওপেনার ২০১৯ সালে দেরাদুনে আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে ১৬২ রানের ইনিংস খেলার পথে মেরেছিলেন ১৬টি ছয়। এদিকে অ্যালেনের ১৩৭ রান আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে নিউজিল্যান্ডের ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ ইনিংসও। পেছনে ফেলেছেন সাবেক কিউই ওপেনার ও বর্তমান ইংল্যান্ডের কোচ ব্রেন্ডন ম্যাককালামের রেকর্ড। ২০১২ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে পাল্লেকেলেতে বাংলাদেশের বিপক্ষে ৫৮ বলে ১২৩ রান করেছিলেন ম্যাককালাম।

মিচেলের ছক্কা গিয়ে পড়ল ক্যামেরায়,
সান্ত্বনা দিলেন বাবর

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : ড্যারেল মিচেল সজোরে একটি ছক্কা হাঁকিয়েছিলেন। সেটা সরাসরি ক্যামেরায় গিয়ে লাগে। নিউজিল্যান্ড এবং পাকিস্তানের মধ্যে দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি ম্যাচের সময় একটি আকর্ষণীয় মুহূর্ত তৈরি হয়েছিল। রবিবার ঘটনাটি ঘটে নিউজিল্যান্ডের ইনিংসের ১১তম ওভারে, যখন আববাস আফ্রিদির ডেলিভারিতে ড্যারেল মিচেল লং-অফের দিকে একটি শক্তিশালী শট হাঁকিয়েছিলেন। বলটি সোজা গিয়ে বাউন্ডারি লাইনের ওপারে রাখা একটি ক্যামেরায় সজোরে গিয়ে লাগে। এরপর যা ঘটেছিল তা সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ছিল। কারণ পাকিস্তানের ব্যাটসম্যান বাবর আজম ক্যামেরাম্যানের কাছে গিয়ে তাকে হাই-ফাইভ দেন।

বাবরের এই অঙ্গভঙ্গি ধারাভাষ্যকারদের আপ্লুত করেছে। ভিডিওটি দ্রুত সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়ে যায়। আর ক্রিকেট প্রেমীরা বাবরের এমন মিষ্টি ব্যবহারে পুরোপুরি মুগ্ধ।

অপর এক ভাইরাল ভিডিওতে দেখা গেছে, ড্যারেলের মারা ছয় ক্যামেরায় গিয়ে লাগতেই সেখানে ছুটে যান পাকিস্তানের প্রাক্তন অধিনায়ক বাবর আজম। তিনি গিয়ে ক্যামেরাম্যানের কাছে জানতে চান, সব ঠিকঠাক আছে কিনা। ভিডিওতে দেখা গেছে, সেই ক্যামেরাম্যান বাবরকে দেখান বলটি ক্যামেরার কোন অংশে গিয়ে লেগেছিল এবং সেটি ঠিক আছে। এই ম্যাচে ১০ বলে ১৭ রান করেছিলেন মিচেল।

বাবরের সেই ভিডিও এতটাই ভাইরাল হয়েছে, তা নিয়ে চলছে এখন চর্চা। সেই ম্যাচে পাকিস্তান ২১ রানে হেরে গিয়েছিল। এরপর বুধবারও আরও একটি ম্যাচ হয়েছে, সেই ম্যাচেও হেরেছে পাকিস্তান। এমন কী প্রথম টি-টোয়েন্টিতেও হেরেছিলেন বাবর আজমরা। এ নিয়ে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে টানা তিনটি টি-টোয়েন্টি ম্যাচ হেরে গেছে বাবর আজমরা। সেই সঙ্গে পাঁচ ম্যাচের সিরিজও, দুই ম্যাচ বাকি থাকতে হাতছাড়া করলো পাকিস্তান।

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন ঃ ৯৫৬৪৩৮২০৩১ ■ মুখ্য সম্পাদক ঃ ড. রতন কুমার বাড়ৈ
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR